সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বরূপ : একটি সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

শুভেন্দু সাহা* ও তিথি দেবনাথ†

[সারসংক্ষেপ : আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজব্যবস্থায় আন্তর্জালকে (Internet) কেন্দ্র করে সামাজিক বন্ধনের একটি বিরাট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের হাত ধরে। পারস্পরিক তথ্য আদানপ্রদানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে গুরুত্ব তা ফুটে ওঠে ব্যবহারকারীর ভাষিক প্রকাশের দ্বারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ও সমৃদ্ধ ভাষা বাংলার যে বহুমাত্রিক ব্যবহার হয়ে থাকে তাকে সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা সংকোচনের মাত্রা নির্ণয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের নানান অনুষঙ্গের স্বরূপ কেমন, সেই প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। সংখ্যা ও গুণগত পদ্ধতির মিশ্রণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মতো ইন্টারনেটের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীরা ভাষার যে প্রকাশ ও প্রয়োগ করেন তার যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়— সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষায় কোড মিশ্রণ, রেজিস্টার, অপভাষা, আন্তর্ভাষিক অনুবাদ, উপভাষার ব্যবহার, অর্থ পরিবর্তন ও ভাষাবিকৃতিও হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহারের বহুমাত্রিকতার সাথে ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় করে গবেষণাকর্ম অব্যাহত থাকলে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ রূপ নিরূপণ করা আরও সহজ হবে।]

সমাজ ও ভাষার যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে বিশ্লেষণ করতে গেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Networking Site) এবং সেই সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ধারণাটি তুলনামূলক নতুন হলেও দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রূপ পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যার বিচারে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে যোগাযোগের উৎকর্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহারও হচ্ছে বহু আঙ্গিকে এবং সেটি যে সময়ের পরিক্রমায় একটি বৃহৎ পরিসর লাভ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারে স্বরূপ উন্মোচন করা এবং আগামী সময়ে বাংলা ভাষার বিচিত্ররূপকে তুলে ধরার প্রয়াসে এই গবেষণার যৌক্তিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ফলে ভাষার অব্যবহিত পরিবর্তন, প্রতিবর্ণীকরণ, অপভাষার ব্যবহার, নতুন শব্দ গঠন, অর্থের প্রসারণ ও সংকোচন, উপভাষার ব্যবহার, রেজিস্টার, কোড মিশ্রণ, ভাষাবিকৃতিসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
† প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা পদ্ধতি

কোনো গবেষণাকর্মের উপাত্ত সংগ্রহের ধরন ও উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে গবেষণার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এই গবেষণাকর্মেও ফলাফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহে গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Method) ও সংখ্যাগত পদ্ধতির (Quantitative Method) মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। সমাজে এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয় যেগুলো শুধু সংখ্যা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এক্ষেত্রে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান গবেষণাটিতেও সংখ্যা বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। তাই গবেষণাটিতে মিশ্র পদ্ধতির (Mixed Method) অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণাটির উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমাজে বিভিন্ন স্তরের বাংলাভাষী ১০০ জন অংশগ্রহণকারী থেকে সাক্ষাৎকার, প্রশ্নপত্র ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উপাত্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, জার্নালে প্রকাশিত লেখা, আন্তর্জাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় ফলাফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে উপাত্ত বিশ্লেষণে গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক যুগের একটি নতুন বিষয় হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। মানবীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ মাধ্যমটি আন্তর্জালিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক দূরত্ব ঘুচিয়ে মানবীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল এবং তুলনামূলক সহজ করেছে। অর্থাৎ ঘরে বসেই আমরা ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারছি এর মাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগ বলতে নির্দিষ্ট সমাজে মানুষের সাথে পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান বা সামাজিকতা বজায় রাখাকেই নির্দেশ করা হয়। আর এক্ষেত্রে যেসব মাধ্যম আমাদের সহায়তা করে সেগুলোকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলা যায়। পূর্বে টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর থেকে এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে যোগাযোগের নবতর সংযোজন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Networking Site), যাকে অনেকে সোশ্যাল মিডিয়া (Social Media) বলেও আখ্যায়িত করে থাকে।

মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েব ২.০ (Web 2.0) অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন যেখানে মানুষ ব্যক্তিক পর্যায়ে বা সমষ্টিগত উপায়ে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ভার্চুয়াল সমাজ গঠন করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষ যে শুধু মনের ভাব প্রকাশ করে তা নয় বরং শিক্ষা, বিজ্ঞান, ধর্ম, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, ফ্যাশন, বিনোদন, সংবাদ প্রচার, সামাজিক বন্ধন তৈরি করা, বেকারত্ব দূরীকরণসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। এখানে ব্যক্তি তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আগ্রহের প্রকাশ ঘটায়। বর্তমানে শুধু লিখিত বার্তাই নয় বরং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষ স্থিরচিত্র, চিত্রকর্ম, বক্তব্য উপস্থাপন (Audial Presentation) এবং তার চিত্ররূপের উপস্থাপন (Vedio) এর মাধ্যমেও একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। ফলে টেলিফোন বা ফ্যাক্স কেন্দ্রিক যোগাযোগের যে সীমাবদ্ধতা সেটি অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের কারণে। যেহেতু সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যমের বহুমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে সেহেতু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মানুষ সামাজিক উপাত্তগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে প্রাত্যহিক আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষা, গবেষণা বা নিজ নিজ কর্মস্থলের ভাষা ব্যবহার করে থাকে। তাই আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ভাষা ও সমাজের সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা নিরূপণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। বর্তমানে পৃথিবীতে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে– ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ফেসবুক মেসেঞ্জার, উইচ্যাট, হোয়াটস্অ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, কিউ কিউ, কিউ জোন, স্ন্যাপচ্যাট ইত্যাদি। ব্যবহারকারী সংখ্যার বিচারে সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় ফেসবুক।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম	ইংরেজি নাম	ব্যবহারকারীর সংখ্যা (মিলিয়ন)
ফেসবুক	Facebook	২৪৯৮
ইউটিউব	YouTube	২০০০
হোয়াটস্অ্যাপ	WhatsApp	২০০০
ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার	Facebook Messenger	১৩০০
উইচ্যাট	WeChat	১১৬৫
ইনস্টাগ্রাম	Instagram	১০০০
টিকটক	TikTok	৮০০
কিউ কিউ	QQ	৭৩১
কিউ জোন	QZone	৫১৭
সিনা উইবো	Sinaweibo	৫১৬
রেডিডট	Reddit	৪৩০
কুয়াইশু	kuaishou	৪০০
স্ন্যাপচ্যাট	Snapchat	৩৯৮
টুইটার	Twitter	৩৮৬
পিনটারেস্ট	Pinterest	৩৬৬
ডাওবান	Douban	৩২০
লিঙ্কডিন	LinkedIn	৩১০

সারণি-০১ : জনপ্রিয়তা ও ব্যবহারকারীর বিচারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ (সূত্র : Most famous social network sites worldwide as of April 2020, ranked by number of active users (in millions). Statista. Archived *from the original on September 17, 2019*. Retrieved February 25, 2018)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বাংলা ভাষিক সমাজে এর অবস্থানের চিত্রপট

স্নায়ুযুদ্ধকালে আমেরিকা বহির্বিশ্বে তাদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ফ্যাক্স, টেলিফোন/টেলিগ্রাফের বাইরে নতুন একটি যোগাযোগ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা চালায়। তার প্রেক্ষিতেই ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট প্রযুক্তিটি উদ্ভাবিত হয়েছে। ধীরে ধীরে

ইউরোপিয়ান দেশগুলো এবং এশিয়ার ধনী রাষ্ট্রগুলো ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর এ সুযোগ পেতে বেশ কিছু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পায় ১৯৯৬ সালের জুন মাসে। বাংলাদেশের যেসব মানুষ বিদেশে অবস্থানরত ছিল তারা এটিকে সাদরে গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে ইন্টারনেটের নানাবিধ ব্যবহার সূচিত হয় এ দেশের মানুষের কাছে।

২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশনকৃত জনগোষ্ঠী ছিল ৬,১৭,৩০০ জন (Internet users, World Bank, accessed 27 September 2011)। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে বিশাল জনগোষ্ঠী ইন্টারনেট ব্যবহারের আওতাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ করার মতো বিষয় যে– বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে ইন্টারনেটের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। আর এক্ষেত্রে এককভাবে সর্বোচ্চ ব্যবহৃত মাধ্যমটি হচ্ছে ফেসবুক। ফেসবুক ২০০৪ সাল থেকে ব্যবহার শুরু হলেও বাংলাদেশে এটি চালু হয় ২০০৬ সালে। ২০১০ সালে মাত্র ৬ বছর পর বিশ্বে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০ মিলিয়ন। বাংলাদেশের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে প্রায় ৮৪% সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। তবে ফেসবুক ছাড়াও ইউটিউব, টুইটার, ফেসবুক মেসেঞ্জার, উইচ্যাট, হোয়াটস্এ্যাপ, টিকটক, ইনস্টাগ্রামসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও বাংলা ভাষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রায় সবকটিতেই বাংলা ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। Globalstate counter এর মতে বাংলাদেশে ব্যবহারে দিক থেকে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো হলো–

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম	ইংরেজি নাম	ব্যবহারকারী (শতাংশ)
ফেসবুক	Facebook	৮৪.৬৩
ইউটিউব	YouTube	১০.৩
পিনটারেস্ট	Pinterest	২.৭২
টুইটার	Twitter	১.১৮
লিঙ্কডিন	LinkedIn	০.৪৬
ইন্সটাগ্রাম	Instagram	০.৩৭

সারণি-০২ : Globalstate counter এর মতে বাংলাদেশে ২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত ব্যবহারের দিক থেকে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

অন্যদিকে ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি একটি দেশের পরিচয়, আর্দশ ও সংস্কৃতিকে বহন করে। বলা হয়ে থাকে 'Language shapes & developes a culture.' (Hasan, 2009)। বাংলা বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষা। এদেশের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষাটি ব্যবহৃত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ১৯৮৭ সালে এ বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা আইনের প্রচলন করা হয়। (বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সংগ্রহের তারিখ– ০১/০৬/২০২০।) সুতরাং বাংলা ভাষার ব্যবহারে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যবস্থাদি যেমন রয়েছে

ঠিক তেমনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে ভাষা ব্যবহারে আবেগের বিষয়টিও সামনে আসে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলাভাষীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে বাংলার প্রয়োগ করেন তাতে অনেকসময় ভাষার নতুন কাঠামো যেমন তৈরি হয় ঠিক তেমনি ভাষা বিকৃতিরও নতুন পথ উন্মোচিত হয়।

সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা পরিস্থিতি নির্ণয়

ভাষাবিজ্ঞানের প্রায়োগিক জ্ঞানক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য আলোচিত বিষয় সমাজভাষাবিজ্ঞান, যেখানে সমাজ গঠনের অন্যতম উপাত্ত ভাষাকে সামাজিক বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করে ভাষার বহুমুখী ব্যবহারের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেহেতু মানুষের মধ্যে যোগাযোগের একটি সামাজিক বলয় তৈরি করে আর তার বাহন হিসেবে কাজ করে ভাষা সেহেতু সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভার্চুয়াল সমাজ ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষিক সমাজব্যবস্থায় বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা প্রাসঙ্গিক। সেই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা পরিস্থিতির স্বরূপ উন্মোচন করাই এই গবেষণার লক্ষ্য।

আন্তঃভাষিক অনুবাদ ও প্রতিবর্ণীকরণ

অনুবাদশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রাথমিকভাবে তিন প্রকারের অনুবাদের ধারণা পাওয়া যায়। এক. আন্তঃভাষিক অনুবাদ (Inter Lingual Translation); দুই. অন্তঃভাষিক অনুবাদ (Intra Lingual Translation); তিন. প্রতিবর্ণীকরণ (Transliteration)। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষার লিখিত রূপ ব্যবহার হয় সেহেতু অনুবাদের বিষয়টিও উঠে আসে। সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের চিত্ররূপ তুলে ধরতে গেলে দুইপ্রকার অনুবাদ পাওয়া যায়। যথা : আন্তঃভাষিক অনুবাদ এবং প্রতিবর্ণীকরণ। সাধারণত মাতৃভাষা বাংলা এমন কোনো বহুভাষিক ব্যক্তি যদি ইংরেজি বা আরবি বা অন্যকোনো ভাষায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার অবস্থা বা অবস্থান তুলে ধরেন তখন তিনি এর বাংলা অনুবাদ করেও দেন। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তঃভাষিক অনুবাদের উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় ব্যক্তি গুগল ট্রান্সলেটরের (Google Translator) মাধ্যমেও ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। যদিও এইক্ষেত্রে অনেকসময় ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদে শব্দের যথাযথ অর্থ যেমন পাওয়া যায় না ঠিক তেমনি বাক্যগঠনও পুরোপুরি সঠিক হয় না। অন্যদিকে বাংলা ভাষিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চালু হওয়ার পর থেকেই রোমান (ইংরেজি) হরফে বাংলা লেখার প্রচলন থাকায় প্রতিবর্ণীকরণের বিষয়টিও ছিল। প্রতিবর্ণীকরণ বলতে মূলত যে বিষয়টি বোঝায় তা হলো– কোনো ভাষার হরফ থাকা সত্ত্বেও যদি অন্য কোনো ভাষায় সংশ্লিষ্ট ভাষায় লেখা (শব্দ/বাক্য) হয় তবে তাকে প্রতিবর্ণীকরণ বলে। তার পিছনে রয়েছে দুটি কারণ। ১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা আন্তর্জালে (Internet) বাংলা হরফ লেখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যা এবং ২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিকাশের প্রাক্কালে বাংলা হরফ না থাকার ফলে ইংরেজি হরফে

বাংলা লেখার অভ্যাস গড়ে ওঠা। প্রযুক্তিগত সমস্যা কাটিয়ে উঠে ইউনিকোডের মাধ্যমে আন্তর্জালিক পর্যায়ে বাংলা হরফের প্রচলন সম্ভব হলেও এখনো ইংরেজি হরফে বাংলা লেখা হয়ে থাকে। এই প্রতিবর্ণীকরণ করতে গিয়ে অনেক বাংলাভাষীই যথাযথ বর্ণের ব্যবহার করেন না। ফলে একধরনের উচ্চারণ বিকৃতির মুখে পরতে হয় অন্য ব্যবহারকারীদের। যেমন–

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেভাবে লেখা হয়	মূল শব্দ	ইংরেজিতে লিখলেও যেভাবে লেখা উচিত
murad	মুরোদ	murod
takla	থাকলে	thakle
pasa	পাশে	pashe
vula	ভোলা	bhola

এরকম আরও অনেক শব্দের ক্ষেত্রে এমন ব্যবহার দেখা যায় যা প্রকারান্তরে বাংলা ভাষার বিকৃতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোড মিশ্রণ

সাধারণত দ্বিভাষিক পরিস্থিতিতে কোডের সহাবস্থান দেখা যায়। অর্থাৎ বাক্যালাপ, বক্তব্য প্রদান বা লিখিত কোনো কিছু উপস্থাপনের সময় এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার ব্যাকরণগত বিভিন্ন স্তরে যে সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ ঘটে তাকে কোড মিশ্রণ বলা হয়। পৃথিবীর সকল ভাষায় কমবেশি কোড মিশ্রণ দেখা যায়। কোড মিশ্রণ সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী কাছারু বলেন–

> Code mixing is the use of one or more languages for consistent transfer of one or more linguistic units from one language into another, and by such a language mixture developing a restricted or not-so-restricted code of linguistic interaction. (Kasaru, 1978).

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ উপজীব্য বিষয় উপস্থাপনের সময় কখনো কখনো সচেতনভাবে বা কখনো কখনো অসচেতনতার কারণে কোড মিশ্রণের ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। 'দ্বিভাষিক এবং বহুভাষিক রাষ্ট্রগুলোতে কোড পরিবর্তন (Code switching), কোড মিশ্রণ (Code mixing) স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। কারণ এক ভাষার সাথে অন্য ভাষার সংযোগে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়' (মৃণাল নাথ, ১৯৯৯)। কিন্তু বাংলাদেশের ভাষিক সম্প্রদায় একভাষী হওয়ায় এ ধরনের পরিস্থিতি বাংলা ভাষার জন্য উদ্বেগজনক। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষায় কোড পরিবর্তন, কোড মিশ্রণ এবং প্রমিত ভাষার বিকৃতি দেখা যাচ্ছে। আর এগুলো মানুষের মৌখিক ভাষাকে ছাড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভাষায়ও প্রভাব ফেলছে। বাংলা ভাষিক সমাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীরা সাধারণত বাংলা ভাষা ব্যবহারের সময় তার সাথে সংগতভাবে বা অসংগতভাবে ইংরেজি ভাষা জুড়ে দেয়। কখনোবা হিন্দি ও আরবি শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়। মূলত বাংলা ভাষার সংশ্লিষ্ট বিদেশি শব্দের সমার্থক শব্দ থাকার পরেও ব্যবহারকারীরা কোড মিশ্রণ করে থাকেন। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১০০ জন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীর মধ্যে ৭৭ জন মনে করেন

মানুষ তার নিজস্ব ধ্যানধারণাগত এবং সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, পেশা, শব্দভান্ডারের অপ্রতুলতা এবং অসচেতনতার কারণে বাংলার সাথে অন্যভাষা মিশিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোড মিশ্রণ করে থাকে। উদাহরণ :

-তুই কি সালমান খানের লাস্ট ফিল্মটা দেখেছিলি? সিমপ্লি অউসাম। মাই গ্যড, আই জাস্ট কাআন্ট বিলিভ মানুষ কীভাবে এতো শক্তিধর হতে পারে। টউটালি আনবিলিভেবল!
-রিয়েলি? ওহ্ আই মিসড দ্যাট ফিল্ম। এনি ওয়ে, তুই কখন এলি? লান্চ করেছিস?.... ওকে, নো প্রব, লেটস হেভ লান্চ টুগেদার।

উপরিউক্ত উদাহরণে বাংলা ভাষার সাথে যে ইংরেজি শব্দ বা বাক্যের (ফিল্ম, সিমপ্লি, অউসাম, মাই গড, আই জাস্ট কান্ট বিলিভ, টউটালি আনবিলিভেবল, রিয়েলি, ওহ আই মিসড দ্যাট ফিল্ম, এনি ওয়ে, লাঞ্চ, নো প্রবলেম, লেটস হেভ লাঞ্চ টুগেদার) ব্যবহার হয়েছে তার প্রতিটিরই বাংলা শব্দ থাকার পরেও কোডমিশ্রণ করা হয়েছে। এই কোড মিশ্রণ সর্বদা বাংলা ভাষার জন্য সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসে না, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সচেতনভাবে বাংলা ভাষার সাথে অন্য ভাষার মিশ্রণ করে কোড মিশ্রণ করার প্রবণতা বেশি থাকে, তবে তাদের মধ্যে শতকরা ৮৭ শতাংশ মানুষের কোডমিশ্রণ নামক সমাজভাষাবিজ্ঞানের এই বিষয়টির সাথে পরিচয় নেই। আরও একটি বিষয় যে– শুধু বাংলা ভাষার সাথে অন্য ভাষারই যে মিশ্রণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হয় তা নয় বরং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে অনেকেই প্রমিত বাংলার সাথে উপভাষার মিশ্রণ করেন আবার চলিত ভাষার সাথে সাধু ভাষার মিশ্রণ করেন।

অপভাষার ব্যবহার

মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত অপভাষা বা (Slang) ব্যবহার করে। অপভাষা বলতে আমরা যা বুঝি– যে ভাষার ব্যবহার মানুষের নেতিবাচক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। ভাষাবিজ্ঞানীরাও এর সংজ্ঞায়ন নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত থেকেছেন সবসময়।

> Linguists have no simple and clear definition of slang, but agree that it is a constantly changing linguistic phenomenon present in every subculture worldwide. Some argue that slang exists because we must come up with ways to define new experiences that have surfaced with time and modernity. *(Dumas Bethany K. & Lighter Jonathan, 1978)*

অপভাষার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাদান করা কঠিন কারণ অপভাষা এবং অপভাষার ধারণা প্রতিনিয়ত খুব দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে– অপভাষা দেশ, কাল, স্থান বা সমাজভেদে একইরূপ বা তাৎপর্য বহন করে না। ফলে

অপভাষা শুধু ভাষার নেতিবাচক দিক তুলে ধরে বিষয়টি এমন নয় বরং ভাষার ব্যবহারকারীদের কাছে এটি নতুন অভিজ্ঞতারও জন্ম দেয়। বাংলা ভাষিক সমাজব্যবস্থায় এটি রূঢ় বাস্তবতা হলেও সত্য যে অপভাষার ব্যবহার বেশি। ভিন্ন ভিন্ন নামে অপভাষা প্রচলিত হলেও অনেকে একে সুভাষণের বিপরীত বলে মনে করেন। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১০০ জন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে ২৬ জন মনে করেন মানুষ তার নিজস্ব ধ্যানধারণাগত এবং সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, শব্দভান্ডারের অপ্রতুলতা এবং অসচেতনতার কারণে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে অপভাষার প্রয়োগ করেন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬৪ জন মনে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই মানুষ অপভাষার প্রয়োগ করেন। অপভাষা যে সর্বদা অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় তা নয়। অনেকসময় নিছকই মজার ছলেও কোনো কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী বাংলা অপভাষা ব্যবহার করে থাকেন। আবার অনেকে সচেতনভাবে বাংলা অপভাষা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শব্দে প্রথম অক্ষর লিখে শেষের অক্ষরগুলোর স্থলে বা শেষের অক্ষর লিখে প্রথম অক্ষরের স্থলে বা প্রথম এবং শেষের অক্ষর লিখে মাঝের অক্ষরের স্থলে তারকা চিহ্ন (***) ব্যবহার করেন। সচেতনভাবে এমন তারকা চিহ্নের ব্যবহার করলেও অনেকেই অপভাষা ব্যবহারেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

রেজিস্টার এর ব্যবহার

সমাজভাষাবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রেজিস্টার বা পেশাগত বুলি। মানুষ তার দৈনন্দিন অথবা ব্যক্তিগত জীবনে যেসকল শব্দ বা বাক্যিক কাঠামো অনুসরণ করে কর্মক্ষেত্রে সেটা করে না। আবার কর্মক্ষেত্রের শব্দভাণ্ডার সে তার ব্যক্তিগত জীবনে চর্চা করে না। পেশাগত জীবনে ব্যবহৃত এ সকল বুলিকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে রেজিস্টার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। William Labov সহ আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানীরা একে 'Functional varieties of a language' বলে আখ্যায়িত করেছেন (মৃণাল নাথ, ১৯৯৯)। যদিও ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী হ্যালিডে বিভিন্ন পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে তাকে রেজিস্টার হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তার মতে– 'The name given to a variety of a language distinguished according to use is Register.' (Halliday, 1964)। বাংলা ভাষিক অঞ্চলে রেজিস্টারবিষয়ক ধারণা না থাকার পরেও গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শতভাগ মানুষই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পেশাগত শব্দের প্রয়োগ করেন বলে মত দেন। তবে প্রকৃত অর্থে এটি পুরোপুরি সত্য নয়। কেননা অনেক বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ছবি আদানপ্রদানের উপলক্ষ্য মনে করেন।

উদাহরণ : আপাতত ইমারজেন্সি রোগী ছাড়া অন্য রোগী চেম্বারে দেখা বন্ধ।

সবাই নিরাপদে থাকুন।
ঈশ্বর সবাইকে রক্ষা করুন।

উপরিউক্ত উদাহরণটি একজন চিকিৎসকের অনুমতি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া তার একটি অনুভূতি থেকে নেওয়া হয়েছে। যেখানে তিনি তার পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট– ইমারজেন্সি, রোগী, চেম্বার শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।

নারী-পুরুষ ভেদে ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য

ভাষা ব্যবহারে পার্থক্যের মাত্রা নির্ণয় করতে করতে গেলে যে কয়েকটি বিষয় উঠে আসে তার মধ্যে অন্যতম হলো লিঙ্গ (Gender)। সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমাজের ভাষা ব্যবহারে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এমনকি বাসস্থান বা কর্মস্থল ভেদেও নারী পুরুষের ভাষার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সাধারণত নারীদের মধ্যে ভাষার প্রমিতরূপ ব্যবহারের প্রবণতা বেশি যেটা পুরুষের মধ্যে তুলনামূলক কম। এছাড়া সামাজিক নানারকম বিধিনিষেধের কারণে নারী পুরুষের তুলনায় সুভাষণের ব্যবহার বেশি করে। এছাড়াও অপভাষা ব্যবহার নারীর তুলনায় পুরুষ স্বভাবজাতভাবেই বেশি করে। বাংলা ভাষা ব্যবহার হওয়া সমাজব্যবস্থায়ও নারী-পুরুষের ভাষায় এমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন এমন ১০০ জনের মধ্যে ৪৯ জন মনে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়। ১০০ জনের মধ্যে ৬৭ জন মনে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীদের ভাষায় প্রমিতকরণের মাত্রা পুরুষের তুলনায় বেশি। এছাড়া বাঙালি নারীরা সমাজব্যবস্থায় রক্ষণশীল হওয়ার কারণে তাদের ভাষায় পুরুষের তুলনায় অপভাষার ব্যবহার কম এবং সুভাষণের প্রয়োগ বেশি হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

উপভাষার ব্যবহার

উপভাষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Dialect' প্রথম ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয় ষোড়শ শতকে। শব্দটি প্রথমে গ্রীক ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং পরে ল্যাটিন ও ফরাসি ভাষা থেকে ইংরেজিতে আসে। গ্রিকে উপভাষার অর্থ ছিল– কথা বলার প্রকৃতি। প্রাচীন ইংরেজিতে উপভাষার অর্থ ছিল– কোনো বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা অনুসৃত ভাষারূপ। উপভাষা সাধারণত সংস্কৃতি ও অঞ্চল নির্ভর হয়। উপভাষা যেমন সমাজ ভেদে ভিন্ন হয়, ঠিক তেমনি অঞ্চল ভেদেও ভিন্ন হয়, আবার সামাজিক শ্রেণি, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিভেদেও ভিন্ন হয়। যার প্রমাণ উঠে আসে–

> A dialect that is associated with a particular social class can be termed a sociolect, a dialect that is associated with a particular ethnic group can be termed an ethnolect, and a geographical/regional dialect may be termed as regiolect. (Wolfram, Walt and Schilling, Natalie, 2016).

গবেষণায় অংশ নেওয়া ১০০ জনের মধ্যে ৫২ জন উপভাষা ব্যবহার করেন বলে মত দেন যাদের মধ্যে অনেকেই প্রমিতভাষা ও উপভাষার মিশ্রণের ব্যবহার করেন। বাকিরা প্রমিতভাষা ব্যবহার করেন।

উদাহরণ :

> '*কাইলকা পরীক্ষা*, কিছুই *পড়িনাইক্যা*। হে আল্লাহ আমাকে *তুইল্যা* নাও, নয়তো *উপ্রে থেইক্যা* দড়ি ফেলাও আমি *উইঠ্যা* যাই।' পরীক্ষার আগের রাতে এই ছিল রনির (ছদ্মনাম) স্ট্যাটাস।

উপরিউক্ত উদাহরণে দৃষ্টি দিলে যেকোনো বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী বুঝতে পারবে এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহৃত পুরাতন ঢাকার আঞ্চলিক ভাষার উদাহরণ। এরকম ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহারের ফলে একটি বহুমাত্রিক উপভাষিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

অর্থের পরিবর্তন (প্রসারণ ও সংকোচন)

ভাষার দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে তার বাইরের প্রকাশরূপ (expression aspect), আরেকটি হচ্ছে ভেতরের ভাব বা অর্থ (content aspect) (রামেশ্বর শ', ১৯৯৬)। অর্থকে বলা হয়ে থাকে ভাষার প্রাণ। সময়ের পরিক্রমায় ভাষার বহিঃস্থ কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি এর অন্তঃস্থ কাঠামোরও পরিবর্তন হয়। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যবহৃত বাংলা ভাষারও অর্থের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন ধারায় অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন– অর্থের প্রসারণ, অর্থের সংকোচন ইত্যাদি (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৯)। অর্থের সংকোচন– যখন কোনো শব্দের অর্থ একাধিক বস্তু বা ব্যাপক ভাবকে বোঝাতো এবং পরবর্তীকালে তার অর্থ একাধিক বস্তু বা ভাবকে না বুঝিয়ে একটি ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থ সংকোচন বলে। যেমন– 'ধইঞ্চা' শব্দটির মূল অর্থ ছিল এক ধরনের সবজি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর পরিবর্তিত অর্থ হয়েছে– মূর্খ, বোকা বা সহজ সরল ব্যক্তি।

অর্থ প্রসারণ বলতে কোনো শব্দ যখন কোনো সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝায় এবং পরবর্তীকালে অর্থ পরিবর্তন হয়ে ব্যাপক ভাব বা একাধিক বস্তুকে বোঝায় তাহলে সে প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে অর্থ প্রসারণ। সাধারণত রূপক বা অতিশয়োক্তির কারণে অর্থের এরকম প্রসারণ ঘটে (রামেশ্বর শ', ১৯৯৬)।

যেমন– বাংলায় 'জটিল' শব্দটি দুরূহ, কুটিল বোঝাতো কিন্তু বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শব্দটি সুন্দর, ভালো অর্থাৎ কোনো ভাব বা বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার হয়। এরকম আরও কিছু শব্দ হলো– 'অস্থির' যার মূল অর্থ চঞ্চল বা স্থির নয় এমন অথচ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে– এমন কিছু যা খুবই সুন্দর বা আশাপ্রদ।

গবেষণায় অংশ নেওয়া ১০০ জনের মধ্যে ৬৮ জন মনে করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার অর্থ পরিবর্তিত হচ্ছে। যার মধ্যে অনেকেই এই পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবে দেখলেও কেউ কেউ একে অর্থ বিকৃতির কারণও বলে অভিহিত করেছেন। অনেকের ক্ষেত্রে বানান ব্যবহারে অসতর্কতা, সঠিক বানান না জানার কারণে উচ্চারণের বেলায় ধ্বনিগত পরিবর্তন হওয়ায় অর্থেরও পরিবর্তনও ঘটছে। কোনো কোনো সময় প্রচলিত শব্দের ব্যবহারের বদলে তুলনামূলক সহজ শব্দ ব্যবহার করেও সংশ্লিষ্ট অর্থ নির্দেশ করতে গিয়েও অর্থের পরিবর্তন হচ্ছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৫০ শতাংশ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচলিত শব্দের বদলে একই অর্থ নির্দেশকারী বা কিঞ্চিৎ অর্থ পরিবর্তন হয়েছে এমন

শব্দ ব্যবহার করতেও অসুবিধা বোধ করেন না। এই পরিবর্তনের ফলে অর্থের যেমন সম্প্রসারণ ঘটছে ঠিক তেমনি অর্থ সংকোচনের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়।

শব্দসংক্ষেপণ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা শব্দ সংক্ষেপ বা অ্যাক্রোনিমের ব্যবহার করলেও বাংলা ভাষায় এর উদাহরণ খুব বেশি নয়। তবে ইংরেজি ভাষায় এর উদাহরণের সংখ্যা প্রচুর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ফলেও আমরা বাংলাতেও এমন অনেক শব্দসংক্ষেপ বা অ্যাক্রোনিমের ব্যবহার লক্ষ করে থাকি। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৩৭ শতাংশ মানুষ মনে করেন বাংলা ভাষাতেও এমন শব্দ সংক্ষেপ তৈরি হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দকে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যবহারের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকসময় বর্ণের সাথে সংখ্যার ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি বা বাংলা বর্ণের সাথে বাংলা বর্ণ, সংখ্যা বা ইংরেজি বর্ণ সংখ্যা বসিয়েও অনেক সময় শব্দ সংক্ষেপ করা হয়। যেমন : on১ (অনেক); এখানে ইংরেজি অন on এর সাথে বাংলা সংখ্যা ১ বসিয়ে অনেক শব্দটিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এরকম আরও যেমন : ১টু (একটু), kmon (কেমন), jmon (যেমন) ইত্যাদি।

আবার অনেকসময় দেখা যায় ধ্বনি পরিবর্তনের মতো লেখার ক্ষেত্রে বর্ণের পরিবর্তন করতেও দেখা যায়। যেমন : মনে চায়>মুঞ্চায়। এখানে 'অ' কার 'উ' কারে যেমন পরিবর্তিত হয়েছে ঠিক তেমনি 'এ' কার 'আ' কারের প্রভাবে 'আ' কারে পরিণত হয়েছে। আবার 'ন' এবং 'চ' আলাদা ভাবে না বসে যুক্ত অবস্থা লাভ করে 'ঞ্চ' হয়ে গেছে। এরকম আরও যেমন : কীএক্টাবস্তা> কী একটা অবস্থা; এগ্লা> এগুলা> এগুলো।

অনেকসময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মনের ভাব সরাসরি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ না করে চিহ্ন বা চিত্রের মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে ইমোজি বা ইমোটিকনের (অনুভূতি প্রকাশক চিহ্ন) মাধ্যমেও বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীরা তাদের আবেগ, হাসি, কান্না, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে।

সাহিত্যচর্চা ও বিশ্লেষণ

বাংলা ভাষিক সমাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে অনেকেই মনের ভাব প্রকাশের একটি ভার্চুয়াল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, অনেকে একে সংবাদ প্রচারের মাধ্যম বা আধুনিক যুগের সাহিত্যচর্চা করারও একটা অন্যতম ক্ষেত্র বলে মনে করেন। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৯০ শতাংশ মানুষ একে সাহিত্য ও সংবাদ প্রকাশের মাধ্যম মনে করেন। আরও একটি বিষয় এর সাথে যোগ করা প্রয়োজন যে– শুধু সাহিত্য বা সংবাদ প্রচার নয় এর যথাযথ বিশ্লেষণ ও সমালোচনারও একটি ক্ষেত্র হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কাজ করে।

বাংলা ভাষার বিকৃতি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো তৈরি করেছে একধরনের ভার্চুয়াল সামাজিক বাস্তবতা, যার প্রভাব পড়ছে মানবীয় সম্পর্কগুলোতেও। আর এই পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাবক হচ্ছে ভাষা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখন সারা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারকে নানাভাবে

প্রভাবিত করছে। বাংলা ভাষাও এর বাইরে নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বাংলার পাশাপাশি প্রায়শই ইংরেজি এবং বিভিন্ন বিদেশি শব্দের ব্যবহার হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষার ব্যবহারও যথাযথ প্রক্রিয়ায় না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হচ্ছে। যেমন : বেসম্ভব (শুদ্ধরূপ– অসম্ভব), দ্যাশ (শুদ্ধরূপ– দেশ), কিন্যা (শুদ্ধরূপ– কিনে)। মাধ্যমগুলোতে শুধুমাত্র বাংলা ভাষার কথ্য রূপই নয় অনেকসময় আঞ্চলিক রূপও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন সর্বদার জন্য ভাষার শুদ্ধরূপের বিকাশে হচ্ছে না। অধিকাংশ সময়ে এটি বাংলা ভাষার বিকৃতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। 'বাংলা ভাষা যদি প্রতিনিয়ত এমনভাবে বিকৃত হতে থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার শুদ্ধ রূপ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে। বাংলা ভাষা দূষণ রোধে ও বেতার, দূরদর্শনে উচ্চারণ বিকৃতি রোধে হাইকোর্টের রুল ও নির্দেশনা রয়েছে।' (মহিউদ্দিন ফারুক, প্রথম আলো, ২০১৪)। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বাংলা ভাষার যে দূষণ পরিলক্ষিত হয় তা আইন করে রোধ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের সচেতনতাই ভাষার এ দূষণ রোধ করতে পারে।

উপসংহার

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহার একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়। ভার্চুয়াল এই সমাজব্যবস্থায় ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ আপন মনের যাবতীয় বিষয়ের পাশাপাশি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র, অবস্থা এবং অবস্থান, সময়, পরিবেশ, শিক্ষা, জীবনদর্শন, বাণিজ্য ও বিনোদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে থাকে। এই বৃহৎ এবং দ্রুত পরিবর্তশীল ওয়েব মাধ্যমের মতো এখানে ভাষাও পরিবর্তন হয় মানুষেরই পুনঃপুন ব্যবহারে। ভাষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিকও বটে। বাংলা ভাষা এর আওতামুক্ত নয়। ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বাংলা ভাষার পরিবর্তন ঘটে। কখনো নতুন শব্দের তৈরি হয়, কখনো অর্থের নতুন সম্প্রসারণ ঘটে, কখনো সাহিত্যের অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়, কখনো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের কারণে একে অন্যের কর্মজগতের ভাষা বা ভিন্ন ভিন্ন এলাকার উপভাষাও জানতে পারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কিন্তু এতসব ইতিবাচকতার মধ্যেও দুঃখজনক যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে বাংলা ভাষার বিকৃতির মাত্রাও কম নয়। ফলে এক প্রজন্মের কাছে অন্য প্রজন্মের ব্যবহৃত বাংলাকে অনেকসময় বিদঘুটে মনে হয়। কালের স্রোতের মতো ভাষার অব্যবহিত পরিবর্তনকেও রোধ করা সম্ভব নয়, তবে সচেতনভাবে ভাষার ব্যবহার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। এর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে আরও সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে বাংলা ভাষিক সমাজে ভাষা প্রযুক্তি (Language Technology) নিয়ে কাজ করারও এখনই উপযুক্ত সময়। কেননা বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আন্তর্জালীয় যেকোনো মাধ্যমে টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তিগত জায়গায় বাংলা ভাষা ব্যবহারে সহজবোধ্যতা সৃষ্টি ও যথাযথ প্রয়োগের বিকল্প নেই।

সহায়কপঞ্জি

মহিউদ্দিন ফারুক (২০১৪)। 'আইন আছে প্রয়োগ নেই'। *দৈনিক প্রথম আলো* ,ঢাকা।
মুহম্মদ আসাদুজ্জামান (২০১২)। *অনুবাদের ইতিবৃত্ত*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
মৃণাল নাথ (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা।
রাজীব হুমায়ুন (২০০১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

রামেশ্বর শ' (১৯৯৬)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, কলকাতা।
হুমায়ুন আজাদ (২০০৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
BB. Kachru, (1978). *Towards structuring Code-Mixing : An Indian Perspective*, International Journal of sociology and Language.
Bethany K. Dumas; Jonathan Lighter (1978). Is Slang a Word for Linguists? American Speech. 53 (5).
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/bangladesh
J. P Blom. & J. J. Gumperz (1972). *Social Meaning in Linguistic Structures: Code-switching in Norway.* In J. J. Gumperz, & D. Hymes (Eds.), *Directions in sociolinguistics* (pp. 409-434). New York: Holt, Rinehart, and Winston.
M.A.K Halliday, A. McIntosh and P. Strevens (1964). *Linguistic science and Language Teaching.* Longman, London.
Mamun Rashid (2013). *Social network driven changes in Bangladesh*. The Financial Express.
Most famous social network sites worldwide as of April 2020, ranked by number of active users (in millions). Statista. Archived *from the original on September 17, 2019*. Retrieved February 25, 2018
S. M. Hasan (2009). *Kaiser Haq: A post colonial poet writing from Bangladesh. Crossing*. ULAB journal of English studies, 2(1).
William Labov (1972b). *Sociolinguistics Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.